১১-০৮-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিরন্তর এক বাবাকেই স্মরণ করার পুরুষার্থ করো, এটাই বেহদের সতোপ্রধান পুরুষার্থ"

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ সঙ্গে থাকা উচিত্ আর কোন্ সঙ্গে থাকা উচিত্ নয় ?

উত্তরঃ - যারা মন খুলে আন্তরিকভাবে জ্ঞানের চর্চা করে এবং যারা সার্ভিসেবল্ তাদেরই সঙ্গে থাকো । বাকি যারা অন্যের অনিষ্ট সাধনার্থে গুজব রটায় এবং অর্থহীন বিষয়ে কথা বলে তাদের থেকে দূরে থাকো । হিয়ার নো ঈভিল , সী নো ঈভিল . . .

প্রশ্নঃ - অমনোযোগী হলে কি লোকসান হয় ?

উত্তরঃ- যারা অমনোযোগী তাদের প্রতি মুহূর্তে ভুল হতে থাকে । তারা সদা বাবার নাম বদনাম করে । তাদের কেউ পছন্দ করেনা । তারা গোল্ডেন এজে পৌঁছাতে পারেনা, উপরন্তু খুব কড়া সাজা প্রাপ্ত হয়ে তবেই যেতে পারে ।

গীতঃ- মা, মাগো ! তুমি যে মোদের সবার ভাগ্যনিয়ন্তা.....

ওম্ শান্তি । এই হলো মাতাদের মহিমা । তোমরা সবাই মাতা । বলা হয়, ভারতমাতা শক্তির অবতার, শুধুমাত্র এক-অবতারেরই মহিমা গাওয়া হয় । তিনি বিশ্বকে পবিত্র বানানোর জন্য অবতার নেন । তোমরা অর্থাত্ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাতে এসেছেন । ব্রহ্মাতনে আছেন । ওই দিলওয়াড়া মন্দির তোমাদের যথার্থ স্মৃতিচিহ্ন । ভক্তিমার্গের সব স্মৃতিচিহ্নই এখনের, এই সঙ্গমযুগের । সত্যযুগ ত্রেতায় এইরকম কথা তো হয়ই না । পরে রাবণরাজ্যে মানুষ অসুখী হয়ে যায় । রাবণ তোমাদের রজঃ তমঃ বানায় । এখন, এই সময়ে সৃষ্টি তমঃপ্রধান । সৃষ্টি যখন সতোপ্রধান ছিলো, তোমরা বাচ্চারা সেখানে রাজ্য শাসন করতে । তোমাদের বুদ্ধিতে স্বদর্শন চক্র আছে । তোমরা ব্রাহ্মণরা স্বদর্শন চক্রধারী হও । একমাত্র জ্ঞানের সাগর তোমাদের জ্ঞান দেন; যার নিদর্শন এই দিলওয়াড়া মন্দির, অচলগড় আর গুরুশিখরও আছে । তোমরা জানো, পর্বতের শীর্ষদেশকে শিখর বলা হয় । পর্বতের ওপরে শিববাবার মন্দির আছে; যার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে সৎগুরু জ্ঞান অঞ্জন ছড়িয়ে দিয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করেছিলেন । তাহলে তো তিনি জ্ঞানের সাগরই হলেন, তাই না ! এটা তোমাদের যথাযথ স্মৃতিচিহ্ন । তোমরাও এখানে বসে আছ যাতে শিখরে চড়ে পরমপিতা পরমাত্মার গলার রুদ্রমালা হতে পারো । এখানে তোমাদের জ্ঞানের প্রাপ্তি হয় । পরে যখন তোমরা অচল হও, তখন রুদ্রমালা হয়ে যাও । তোমরা সতোপ্রধান হয়ে গেলে বাবার সাথে তোমরা নিবাস করো । এটা ঠিক যেন ডাবল বাবার ঘরের মতোন । এই ঘর প্রজাপিতা ব্রহ্মার, এবং শিববাবাও এখানে এসেছেন, তোমাদের অর্থাত্ বাচ্চাদের জ্ঞান শৃঙ্গার করাতে । সেটা বেহদের বাবার ঘর আর সেটাই শ্বশুর ঘর । আর সব ঘর হদের । যখন একজন মেয়ে তার শ্বশুর বাড়ী যায়, সে অলঙ্কারাদি পরে এবং ভাবে তাতেই তার সুখ । তোমরা এখন বুঝেছ যে তোমরা বেহদের বাবার ঘরে বসে আছ । শ্বশুরঘরে যাওয়ার জন্য তোমরা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ধারণ করছ । ২১ জন্মের জন্যে তোমাদের ঝুলি পূর্ণ হচ্ছে । যাই হোক গতি যথেষ্ট তীব্র নয় । যারা সতোপ্রধান তাদেরই

তীব্রগতি বলা হবে । কেউ কেউ সতোগুণী তো কেউ এখনও রজোগুণী । তিন ধরণের পুরুষার্থী হয় । উঁচু থেকেও উঁচু পুরুষার্থী তাদের বুদ্ধি এক বাবাকে স্মরণ রাখে । উঁচু থেকেও উঁচু হলেন বাবা । তোমরা বাচ্চারা জানো যে তোমরা এখন বেহদ সুখে যাচ্ছ । তাহলে তো তার জন্যও তোমাদের খুব ভালো পুরুষার্থ করতে হবে । আত্মা বলে, আমি এখন আয়রণ এজে এসেছি । আমি পরমপিতা পরমাত্মাকে খুঁজে পেয়েছি, তিনি বলেন, বাচ্চারা তোমাদের এখানে পুরুষার্থ করে গোল্ডেন এজে যেতে হবে । যখন তোমাদের স্থিতি সেইরকম হয়ে যাবে, তোমরা গোল্ডেন এজে যাবে । তোমাদের তমঃপ্রধান থেকে সতো প্রধান হতে হবে । সবাইকে হতে হবে সতোপ্রধান । তোমাদের পার্ট সত্যযুগে । এই কারণে তোমরা সতোপ্রধান হও । যাই হোক সবাইকে ঘরে ফিরে যেতে হবে । নম্বরক্রমে সবাইকে রুদ্রমালা হতে হবে । মালা আট রত্নের আবার ১০৮-এর মালাও আছে । তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন দিলওয়াড়া মন্দির কত নিখুঁতভাবে তৈরি হয়েছে । নীচে তোমরা তপস্যারত আর সর্বোচ্চে রাজত্ব দেখানো হয়েছে । অন্য মন্দিরে মুখ্য জগদম্বারও নাম আছে । সেই পার্ট তোমাদের অর্থাত্ মাতাদের । বাবা এসে গুরু পদ তোমাদেরই দেন । এখানেও মেজরিটি তোমরা অর্থাত্ মাতাদের । এই কারণে ভারতমাতা শক্তির অবতার গাওয়া হয়ে থাকে । সেনাও বলা হয় কারণ তোমরা অনেক । তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তোমাদের বৃদ্ধি সংখ্যায় বাড়ছে । সন্ন্যাসীরা পবিত্র হতে ঘর, পরিবার ছেড়ে দেয় । রাবণরাজ্য শুরু হলে পবিত্রতার প্রয়োজন হয় । সেই সময় দুঃখ চরম সীমায় পৌঁছে যায়, চারিদিকে শুধু হাহাকার ! আর্থকোয়েক ইত্যাদিও নিশ্চয়ই হয়েছে । কোথায় গেল এতসব মহল ! সেইসবই বিনাশ হয়েছে অথবা সমুদ্রের নীচে চলে গেছে । সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘোরে, এটা বোঝার বিষয় । আয়রন এজ থেকে আবার গোল্ডেন এজে যেতে হবে । স্বর্গ হলো তোমাদের বেহদের শ্বশুর ঘর যার জন্যে তোমরা পুরুষার্থ করছ । একমাত্র যখন তোমাদের পুর্ণ জ্ঞান আছে এবং তোমরা পূর্ণ পুরুষার্থ করেছ তখনই তোমাদের খুশির পারা চড়বে । অন্তিমের অতীন্দ্রিয় সুখ গাওয়া হয়েছে । শেষের দিকে তোমরা বুঝতে পারবে কে কতখানি পুরুষার্থ করেছ ! তারা কে কি পদ লাভ করবে ! তোমরা শেষের দিকে জানতে পারবে যতক্ষণে পুরুষার্থ করে গোল্ডেন এজ পর্যন্ত পৌঁছাবে । যারা সেই স্থিতিতে পৌঁছায় না তারা সাজা অনুভব করে । এখন অন্তিম সময়, সব হিসেবনিকেশ চুকিয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে । তোমরা জ্ঞান এবং যোগবলের দ্বারা সব হিসেব চুকাতে থাকো । গাওয়া হয়, চড়ে যে, চাখে সে-ই বৈকুন্ঠ রস । সেক্ষেত্রে যারা পড়ে যায় তারা সম্পূর্ণভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কারণ তারা বিকারে পড়ে । দেহ-অভিমানে আসার পরেই তারা বিকারে পড়ে তারপর তারা আর চড়তে পারেনা । তারা চড়ে আবার পড়ে, টাইম লাগে, তাই না ! এটা হতে পারেনা যে তারা সর্বদা সোজা এগিয়েই চলবে ! যখন স্থিতি সামান্য ভালো হয়, তখনই দেহ-অভিমান আসে । পরে উপলব্ধি হয়, কোনও গ্রহের অশুভ শক্তি আছে । মস্যাতে অনেক তুফান আসে । উত্তরণে সময় লাগে । বাবা প্রতিদিন বোঝান, বাচ্চারা তোমরা রোজ পড়ো । তোমরা রোজ অনেক পয়েন্টস পেয়ে যাচ্ছ । বাবা এবং উত্তরাধিকার স্মরণ করো । এই নাটক এখন শেষ হয়ে এসেছে । আমাদের আবার একবার উত্তরাধিকার নিতে হবে । সত্যযুগে রাজা রাণী প্রজা সবাই থাকবে । আমরা যেমন কর্ম করব অর্থাত্ যেমন আমরা পুরুষার্থ করবো, সেইমতো ফল পাবো । লক্ষ্মী-নারায়ণকে দিয়েই রাজ্য শুরু হয় । সেটা হলো বিকর্মাজিত্ অব্দ । তোমরা বিকর্ম জয় করে রাজ্যভাগ্য লাভ করো । নম্বরক্রমে তোমরা পদ লাভ করবে । তোমরা প্রত্যেকেই নিজেদের পুরুষার্থের রেজাল্ট দেখতে পারো, তোমরা কতখানি পুরুষার্থ করেছ । তোমাদের তমঃপ্রধান থেকে সতোপ্রধানে যেতে হবে । আত্মা বলে, পুরুষার্থ করে আমাকে সূর্যবংশী রাজত্ব নিতে হবে । আমি পুরোপুরি পড়া করে, বাবাকে পুরোপুরি স্মরণ করবো । তোমরা এখন সারা জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত হয়েছ এবংজানো ভবিষ্যতে তোমরা কি হবে ! অমনোযোগী হওয়ার কারণে অনেক

বাচ্চারা ভুলে যায় । তারা অবজ্ঞাও করতে থাকে । বেহদ বাবার বদনামের তারা নিমিত্ত হয়ে যায় । তারা ক্রোধের বশেও কত ক্ষতি করে । এটা বোঝা যায় অমুক অমুকের ক্রোধের ভূত আছে । সেই কারণে যারা কাম অভিলাষী এবং ক্রোধী তাদের থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে । অবশ্যই তাদের সঙ্গ কোরোনা । তাদেরই সঙ্গ করা উচিত্ যারা অবিরত জ্ঞান গুণগুণ করে । যারা বাজে গুজব রটায়, অন্যের নিন্দা করে তাদের সঙ্গ করা উচিত্ নয় । জ্ঞান ছাড়া তোমাদের অন্য কথা শোনা উচিত নয় । এইসব কথাও খুব প্রসিদ্ধ । তারা দেখায়ও অন্যের অনিষ্ট সাধনার্থে মিথ্যা গল্প-বলিয়েদের কারণে রাম সীতাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিলো । গায়েন্দাগিরির কারণে সমূহ ক্ষতি হয়ে যায় । হিয়ার নো ঈভিল । যারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিথ্যা বলে তাদের সঙ্গজালে জড়িও না । অনেক ক্ষতি করে দেয় । বেহদ বাবার থেকে তারা তোমার বুদ্ধিযোগ ভেঙে দেয় । পুরো যোগ না হলে ফেল হয়ে চন্দ্রবংশীতে চলে যায় । এটা সেইরকম নয়, রাবণ রামরাজ্য থেকে সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেছে । না, সেইসব গল্প নীচে পড়ে যাওয়ার । দ্বাপর যুগ থেকে মানুষ ডেকে আসছে, কারণ তারা নীচে নেমে যাচ্ছে অর্থাত্ তারা অধোগতি হয়েছে । এই কারণেই ভগবানকে আসতে হয় । যদি তাদের সদগতি হতো তবে তাঁকে আসার প্রয়োজন হতনা । সত্য এবং ত্রেতা যুগে সদগতি থাকায় কেউ ভগবানকে স্মরণ করেনা, কেউ ডাকেও না । ড্রামা রহস্য কেউ জানেনা অথবা উত্তরণের অর্থাত্ চড়তি কলা এবং অবরোহণ অর্থাত্ উতরতি কলা সম্বন্ধেও জানেনা । বাবা সামনে বসে তোমাদের বোঝান । সারা দুনিয়া পড়তে যাচ্ছেনা ! একমাত্র যারা আগের কল্পে পড়েছিলো তারাই পড়বে । বাবা তোমাদের সাবধান করতে থাকেন । এই পড়া থেকেই জানতে পেরেছ, তোমরা কত শ্রেষ্ঠ ছিলে এবং এখন কিভাবে নীচে পড়েছ । বাবা বলেন, পতিত থেকে পবিত্র হয়ে গোল্ডেন এজে যেতে হবে । স্মরণের বল দ্বারা এভারহেলদি এবং জ্ঞানের বল দ্বারা এভারহেলদি হতে হবে । পবিত্রতার অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছে । একমাত্র পবিত্র হলেই তোমরা অমরপদ লাভ করতে পারো । তোমাদের বিনাশ হয়না । বাকি সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে আর তোমরা হিসেবনিকেশ চুকিয়ে ঘরে ফিরে যাবে । শিববাবা বলেন, পবিত্র হলে তবে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । তানাহলে, তোমাদের সাজা পেয়ে তারপর ঘরে ফিরবে । এই অর্ডিন্যান্স কত গুরুত্বপূর্ণ । তোমরা বোঝো যে বিনাশ প্রকৃতই সামনে দাঁড়িয়ে । এইজন্য তোমাদের খুব শক্তিশালী হতে হবে । বাবা তোমাদের নানাধরনের পয়েন্টস শোনান, তোমাদের সেইসব শোনা উচিত্ । যদি না শোনো তবে মালায় আসতে পারবেনা । নম্বরক্রমে মালায় আসতে হবে । বাবার থেকে তোমাদের পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে । ভালো স্টুডেন্টরা ভালোভাবে নিজেদের পড়ায় যুক্ত হয়ে যায় । বাবা সেন্টারের রেজিস্টারও তাঁকে পাঠিয়ে দিতে বলেন । বাবা সবাইকে সাবধানও করে দেন । তোমাদের অবশ্যই পড়তে হবে, এতে কোনো কারণ দিতে পারোনা । বাচ্চারা তোমাদের তো অনেক সময়; আট ঘন্টা সরকারী চাকরি করলেও, বাকি সময় মেহনত করতে হবে । খেয়াল রাখতে হবে, সারাদিন তোমরা বাবার সেবায় কতক্ষণ ছিলে এবং বাবার স্মরণেই বা কতক্ষণ ছিলে ! কোনো কোনো বাচ্চা তাদের চার্ট বাবার কাছে পাঠিয়ে দেয় । কিন্তু সেই চার্ট যেন সবসময়ের জন্যে থাকে । এইরকম নয় যে বাবা বসে বসে প্রত্যেকের চার্ট দেখবেন । সেই কাজ সেন্টারের ব্রাহ্মণীদের । ব্রহ্মণীদের মধ্যেও নম্বরক্রম আছে । তারা কেউই এখনও গোল্ডেন এজে পৌঁছায়নি । তাতে কিছু সময় বাকি আছে । কেউ কেউ শ্রীমৎ অনুসরণ না করে এড়িয়ে যায় আর তখন তাদের কেউ মানও দেয়না, কেউ পছন্দও করেনা । বাচ্চারা তোমরা অবশ্যই জাগতিক ব্যাপারে কথা বোলোনা । যখন কেউ নিন্দা করার জন্যে মিথ্যা গুজব রটায়, মনে করো তারা তোমার শত্রু; তারা তোমাকে অধোগতির দিকে ঠেলে দেবে । অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বলা উচিত্ নয় । নিজেকে চেক করো কতদূর পৌছেছ । সৎগুরু এক বাবা এবং তিনি এই জ্ঞানে সম্পন্ন । তোমাদের গুরুশিখরে

(পরমধাম) যেতে হবে । এইসবই জ্ঞানের কথা । পাহাড় ইত্যাদির কোন প্রশ্ন নেই । সবকিছুর ঊর্ধ্বে যেতে হবে তোমাদের । এইসব জিনিস কেউ জানেনা । বাবা বলেন, তোমরা প্রথমে তমঃপ্রধান ছিলে, এখন তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে । অনেকে আছে যাদের এই নিশ্চয় নেই; তাদের পুরো যোগ নেই । তারা অন্যদের বোঝায়, তাদের কল্যাণ হয়ে যায় । এইরকম নয়, তারা কল্যাণ করে । না, সেইসব মানুষ নিজের ভাগ্য অনুসারে রহস্য বুঝতে পারে । অনেকে আছে যারা তাদের টিচারদের থেকেও তীব্রগতি । কোনো কোনো বাচ্চার এখনও অনেক দেহ-অভিমান । অন্তিমে তোমার দেহই যেন স্মরণে না আসে । সন্ন্যাসীদের মধ্যেও বিরল একেকজন এমনও হয় যে, বসে থাকতে থাকতেই দেহ ছেড়ে দেয়, সেই সময় সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা ছেয়ে যায় । তারপরেও তারা গিয়ে গৃহস্থ ঘরে জন্ম নেয় । তারপর শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ার জন্যে জঙ্গলে চলে যায় । মায়ারাজ্য, তাই না ! এই চক্র কিভাবে ঘোরে তাদেরও জানতে হবে । অনেক বাচ্চারা আছে যারা বাবাকে কখনও দেখেনি তবুও তারা তাঁকে স্মরণ করতে থাকে । অতএব, নিশ্চিতরূপে তারা উঁচু পদ লাভ করবে । তোমরা যা পুরুষার্থ করেছ এটা তারই একটা খেলা । কেউ কেউ তো রাতদিন মেহনত করে । তোমরা তো জানো, এই শরীরেই তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে । পবিত্র হতে সময় লাগে । যতক্ষণ এই দুনিয়া আছে ততক্ষণ তোমাদের এই পড়া পড়তে হবে । যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ অমৃত পান, যাতে তোমরা তোমাদের কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছাতে পারো । এই দেহ এবং এই দুনিয়া থেকে মমত্ব একেবারে মুছে ফেলতে হবে । রাজারাণী হওয়ার জন্যে মেহনতের দরকার । যারা ভালোভাবে পড়ে তারা হৃদয় সিংহাসনে বসবে । তোমরা অন্তরের গভীরে বুঝতে পারছ, কতদূর পর্যন্ত তোমরা সাহায্যকারী হয়েছ । তোমাদের স্থিতি দেখেই তো বেহদ বাবা ভালোবাসবেন, তাই না ! বাবা বলেন, নিজের কল্যাণ করতে চাইলে শ্রীমতে চলো । এমন কাজ কোরোনা যাতে অন্যেরা তোমাকে অপছন্দ করে । এতো হলো বক্সিং, তাই না ! এই যুদ্ধে তোমার কত সময় লেগে যায় । আচ্ছা ।

মিষ্টি -মিষ্টি জ্ঞানস্তবক, জ্ঞান, যোগের পুরুষার্থী বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং । রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) অবিনাশী জ্ঞান রত্নে ঝুলি ভরে নিজের শৃঙ্গার করতে হবে । অতীন্দ্রিয় সুখের জন্যে বুদ্ধিকে জ্ঞানে ভরপুর করতে হবে ।

২) অযথা গুজব রটনায় অনেক ক্ষতি হয়ে যায় । অতএব, জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু শুনোনা বা বোলোনা । যারা অযথা মিথ্যা রটায় তাদের সঙ্গ থেকে দূরত্ব বজায় রাখো ।

বরদানঃ- হদের ঊর্ধ্বে স্থিত হয়ে পরমাত্ম স্নেহের অনুভব করে অলৌকিকতার সুরভীতে সম্পন্ন ভব

যেমন গোলাপ ফুল কাঁটার মধ্যে থেকেও পৃথক হয়েও প্রিয় এবং সুরভিত থাকে, তারা কাঁটার অস্তিত্বে খারাপ হয়ে যায়না, ঠিক একইভাবে রূহানী গোলাপ হদের সবকিছু থেকে বা দেহ থেকে পৃথক অথচ প্রিয় হয়ে, কোনও কিছুর প্রভাবে আসেনা, তারা অলৌকিকতার সুরভীতে সম্পন্ন থাকে । এইরকম সুগন্ধি আত্মারা বাবার বা ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রিয় হয়ে যায় । পরমাত্ম ভালোবাসা অসীম, অতি

গভীর, এতই বেশী যে সবার প্রাপ্তি হতে পারে, কিন্তু তাকে প্রাপ্ত করার বিধি হলো – পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়া ।

স্লোগানঃ– অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্যে ব্যক্ত ভাব এবং ভাবনার ঊর্ধ্বে থাকো ।